আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরভুক্ত বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস দেশের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের ঐতিহাসিক ও প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা, পরিচর্যা ও তথ্যসেবা প্রদান করে থাকে। ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন এসব নথিপত্র ও দলিল-দস্তাবেজ পরবর্তী প্রজন্মকে দেশের ইতিহাস জানতে সহায়তা করে পাঠক ও গবেষকদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য চর্চার ক্ষেত্রে মূখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। এক্ষেত্রে নথিসৃষ্টিকারী কর্মকর্তা নথি সৃষ্টি, ব্যবহার, ও সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, প্রশাসনিক মূল্যবান নথিপত্র সংরক্ষণের পাশাপাশি সুষ্ঠু নথি ব্যবস্থাপনার বিষয়েও নথিসৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় নথি ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেশাগত কর্মদক্ষতা, উন্নয়ন, সচেতনতা বৃদ্ধি, সংরক্ষিত নথির শ্রেণিকরণ, অটোমেশন ও ডিজিটাল সেবাপ্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতনতা ‍ও দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরভুক্ত বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস গত ০৩-১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত ১০ দিনব্যাপী এ্যাডভান্সড আরকাইভাল রেকর্ড ম্যানেজমেন্ট কোর্স শীর্ষক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের নথিসৃষ্টিকারী কর্মকর্তা তথা সহকারী পরিচালক/ প্রশাসনিক কর্মকর্তা/ অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিকগণ অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান গত ০৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখ জাতীয় গ্রন্থাগার মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর*এমপি* । অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব দিলীপ কুমার সাহা। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, জাতীয় আরকাইভস দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও পর্যাপ্ত প্রচার না থাকায় ২৫ বছরের পুরাতন গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ড আরকাইভসে প্রেরণ করা হয় না। এ বিষয়ে তিনি মহাপরিচালককে যথাযথ উদ্যোগ নিতে পরামর্শ প্রদান করেন।

১০দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণে নথি ব্যবস্থাপনা, রেকর্ডরুম ব্যবস্থাপনা, ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা এবং ডিজিটাল তথ্যসেবা, নথি সংরক্ষণের গুরুত্ব, নথি সংরক্ষণে জাতীয় আরকাইভসের ভূমিকা, নথি সংরক্ষণে নথি সৃষ্টিকারী কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, রেকর্ডের শত্রু প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণার্থীদের নথি সৃষ্টি, নথির শ্রেণিকরণ এবং সংরক্ষণ বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে বিভিন্ন ব্যবহারিক ক্লাস, জাতীয় আরকাইভসের স্ট্যাক ব্লক পরিদর্শন এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন এবং পরিদর্শনে অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে গ্রুপভিত্তিক প্রতিবেদন উপস্থাপনের আয়োজন করা হয়। ১০দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামের সফল সমাপ্তি হয় গত ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে সনদপত্র তুলে দেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মানীত সচিব জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন আহমদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব দিলীপ কুমার সাহা। ১০দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণের কোর্স সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেন আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের উপপরিচালক (আরকাইভস) চ.দা. বেগম তাহমিনা আক্তার। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি নথির যথাযথ সংরক্ষণে এ প্রশিক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি আরও বলেন, আরকাইভস রেকর্ড ম্যানেজমেন্ট বিষয়টি পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত থাকলে ছাত্রছাত্রীরা বিষয়টি জেনে চাকরিতে প্রবেশ করতে পারবে। তাহলে রেকর্ড ম্যানেজমেন্ট গুরুত্ব পাবে এবং রেকর্ডের সংরক্ষণ ও রেকর্ডের শ্রেণিকরণ সঠিকভাবে হবে। সভাপতি এ বিষয়ে জানান যে, ইতিমধ্যে নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যসূচিতে ‘আরকাইভস ও রেকর্ড ম্যানেজমেন্ট’ বিষয়ে একটি অধ্যায় ‘বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়’ পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতির বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ১০দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামের সমাপ্তি হয়ে যায়।